66886 - কোন শ্রেণীর মিসকীনকে সিয়ামের ফিদিয়া প্রদান করা যাবে? কতটুকু পরিমাণ এবং কোন প্রকারের খাদ্য?

প্রশ্ন

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

(فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)

"ফিদিয়া হলো মিসকীন খাওয়ানো"। সেই মিসকীনকে কি বালেগ ও মুকাল্লাফ (শরয়ি দায়িত্বপ্রাপ্ত) হওয়া শর্ত? যদি কোন ব্যক্তি ৩০ জন মিসকীনকে খাওয়াতে চায় সেক্ষেত্রে মিসকীনের সন্তানসন্ততি ও মিসকীন ব্যক্তি যাদের ভরণপোষণ করে তাদেরকে কী মিসকীনের সংখ্যার মধ্যে ধরা যাবে? খাদ্যের পরিবর্তে অর্থ দেয়া কি জায়েয আছে? এই খাওয়ানোর পরিমাণটা কিভাবে নির্ধারণ করতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক :

যে ব্যক্তি রমজানে সিয়াম পালনে সক্ষম এবংযার কোন শরয়িত অনুমোদিতওজর নেই তার জন্য রোযা না-রাখাজায়েয নয়। যে ব্যক্তি শরয়িতের শিথিলিতার সুযোগ নিয়ে রোযা না-রাখবেন তাদের সকলকে যে প্রতিদিনের রোযার পরিবর্তে মিসকীন খাওয়াতে হয়এমনটি নয়।বরং মিসকীনখাওয়াতে হয়অশীতিপর বৃদ্ধকএেবংএমন রোগীকযোর সুস্থতার আশা নেই।

আল্লাহতা'আলা বলেন: "আর যাদের জন্য তা (সিয়াম পালন) কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদিয়া তথা একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা।"[সূরা বাক্বারাহ, ২ :১৮৪]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : "এরা হল অশীতিপর বৃদ্ধ নর ও নারী। যারা রোযা পালন করতে সক্ষম নয়। তারা প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে।"[এটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী (৪৫০৫)]

একইভাবে যে রোগীর সুস্থতার আশা নেই তার হুকুমও অশীতিপর বৃদ্ধের ন্যায়।ইবনে ক্বুদামাহ(রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : "যে রোগীর সুস্থতার আশা নেই সে রোযা না-রেখে প্রতিদিনের রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াবে। কারণ এমন রোগীও অশীতিপর বৃদ্ধেরহুকুমে পড়ে।" সমাপ্ত[আল মুগনী, পৃষ্ঠা- ৪/৩৯৬]

দুই:

এই মসিকীনরে বালগে হওয়া শর্ত নয়।

বরং সকল ইমামরে ইত্তফিাক্ব (ঐক্যমত্য) অনুসারে যে ছোটে শশিু খাবার খতেে পারে তাকওে ফদিয়িা দয়ো যাবে। শুধু দুগ্ধপোষ্য শশিুকে ফদিয়িা দয়োর ব্যাপারে আলমেগণ মতানক্যে করছেনে। অধকিাংশ আলমেগণ (ইমাম আবু হানীফা,ইমাম আশ-শাফয়েী ও ইমাম আহমাদ)সটোও জায়যে বলছেনে। কারণ দুগ্ধপোষ্য শশিু মসিকীন বধিায় সাধারণভাবে সওে আয়াতরে অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম মালকে (রাহমিাহুল্লাহ) এর কথা থকেে আপাতদৃষ্টতিে মনে হয় যে দুগ্ধপোষ্য শশিুকে ফদিয়িা দয়ো যাবে না। যহেতেু তনিি বলছেনে: "দুধ ছাড়ানো হয়ছেে এমন শশিুকে ফদিয়িা দয়ো যাবে।" তাঁর এ মতটি গ্রহণ করছেনে ইবনে ক্বুদামা রাহমিাহুল্লাহ। [দখেুন আলমূগনী (১৩/৫০৮), আলইনস্বাফ(২৩/৩৪২) ও আলমাওসূআআলফক্বিহয়িাহ(৩৫/১০১-১০৩)]

তনি:

মসিকীনরে সন্তানসন্ততি, স্ত্রী ও পরবিারবর্গ যাদরে ভরণপোষণ দয়ো তার উপর ওয়াজবি তারাও এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হবে- যদি তারা তাদরে যতটুকু প্রয়োজনসটো না পায় এবং এই মসিকীন ব্যতীত তাদরে জন্য খরচ করার আর কউে না থাকে।তাই তো কোন মসিকীনকে যাকাতরে সম্পদ থকেে ততটুকু দয়ো হয় যা তার নজিরে জন্য ও তারপরবিাররে জন্য যথষ্টে হয়।

আর রাউদুল মুরবা(৩/৩১১) গ্রন্থে রয়ছেে :"দুই শ্রণেী (অর্থাৎ ফকীর ও মসিকীন) কতেতটুকু পরমিাণ যাকাতদতিহেবে যতটুকু তাদরে নজিরে জন্য ও তাদরে পরবিাররেজন্য পূর্ণভাবে যথষ্টে হয়।"সমাপ্ত

চার:

প্রদানযোগ্য খাদ্যরে প্রকার ও পরমিাণ:

একজন মসিকীনকে স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য হতে অর্ধ সা' (প্রায় ১.৫ কজে) প্রদান করতে হবে। তা চাল, খজেুর বা অন্য যা কছিু হোক না কনে। আর যদি এর সাথে কোন তরকারী বা গোশত দয়ো হয় তবে সটো আরো উত্তম।

ইমাম বুখারী নশি্চয়তাপ্রকাশক শব্দ ব্যবহার করে আনাস (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে য, তনিি বার্ধক্যে পৌঁছানোর পর যখন রোযা পালনে অক্ষম হয়ে পড়লনে তখন রোযা না-রখেে প্রতদিনিরে পরবির্তে একজন মসিকীনকে রুটি ও গোশত খাওয়াতনে।

খাদ্যরেপরবির্তে সমমূল্যরে অর্থ দ্বারা ফদিয়িা প্রদান করা জায়যে নয়। শাইখ সালহে ফাওযান (হাফযিাহুল্লাহ) বলছেনে: যমেনটি আমি পূর্বইে উল্লখে করছে অর্থকড়ি প্রদানরে মাধ্যমে ইত্বআম (মসিকীন খাওয়ানো)এর বধিান আদায় হবে না।

মসিকীনকে খাদ্য খাওয়ানো/প্রদান করা হবে স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য দিয়ে। প্রতিদিনের রোযার পরিবর্তে স্থানীয় এলাকায় প্রচলিত খাদ্যদ্রব্যের অর্ধ সা‘ প্রদান করতে হবে। অর্ধকে সা‘ এর পরিমাণ প্রায় ১.৫ কেজি।

তাই যে পরিমাণেরকথা আমরা উল্লেখ করেছি সেই পরিমাণস্থানীয় খাদ্যদ্রব্যদিয়ে আপনাকে কাফ্ফারা দিতে হবে; অর্থ দিয়ে নয়। যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)

“আর যাদের জন্য তা (সিয়াম পালন) কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদিয়া তথা একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা।”[সূরা বাক্বারাহ, ২ :১৮৪] এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে খাদ্যের কথা উল্লেখে করা হয়েছে।”সমাপ্ত।
[আলমুনতাক্বা মিন ফাতাওয়াস্ শাইখ সালেহ আলফাওযান (৩/১৪০)]

আর জানতে (39234) নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।